THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

Ali Ibn Abi Talib
His Life and Times -এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু

তৃতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

ইংরেজি অনুবাদ | **নাসিরুদ্দীন আল-খাত্তাব**
বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম আলী ইবনে আবি তালিব রা. (তৃতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : ১৩ শাওয়াল ১৪৪০ / ১৮ জুন ২০১৯
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
সহযোগী অনুবাদক : আবু আব্দুল্লাহ, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-92292-7-8

মূল্য ■ ৳ ৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com; www.kitabghor.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

সূচিপত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সালিসীর ঘটনা ৭
৩.১। আবু মূসা আশআরী রা.-এর জীবনী ৮
৩.২। আমর ইবনুল আস রা.-এর জীবনী ২৪
৩.৩। চুক্তিনামা ৩৬
৩.৪। সালিসীর প্রসিদ্ধ ঘটনা; যা অনেক কারণেই ঠিক নয় ৫৯
৩.৫। সালিসীর ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় কি? ৫৩
৩.৬। সিফফীনের যুদ্ধের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ৫৫
৩.৭। ওইসব কিতাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ৬৪
৩.৮। প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামী ইতিহাস ৭৬

সপ্তম অধ্যায়

খারেজী এবং শিয়াদের প্রতি আলী রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম পরিচ্ছেদ : খারেজী
১.১। খারেজীদের উৎপত্তি এবং সংজ্ঞা ৮৪
১.২। হাদীসে খারেজীদের সমালোচনা ৮৮
১.৩। হারূরাতে খারেজীদের একত্র হওয়া ৯৬
১.৪। অবশিষ্ট খারেজীদের সঙ্গে বিতর্ক এবং কুফায় ফেরত আসার পর পুনঃ বিদ্রোহের প্রাক্কালে গৃহীত নীতি ১০৪
১.৫। নাহরাওয়ানের যুদ্ধ, ৩৮ হিজরী ১১২
১.৬। আলী রা.-এর যুদ্ধ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফতোয়া ১২৪
১.৭। খারেজীদের উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আমীরুল মুমিনীন আলী রা. এবং শিয়া চিন্তাধারা
২.১। 'শিয়া', 'রাফেযী' শব্দগুলোর আরবী ভাষাগত ও শরীয় অর্থ ১৬১
২.২। রাফেযী শিয়াদের উৎস এবং তাদের অভ্যন্তরে ইহুদী তৎপরতার ভূমিকা ১৭১
২.৩। রাফেযী শিয়াদের অতিক্রান্ত ধাপসমূহ ১৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইমামী রাফেযী শিয়াদের বিশ্বাস ১৯০
৩.১। তাদের দৃষ্টিতে ইমামদের মর্যাদা এবং যারা তা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে হুকুম ১৯২
৩.২। রাফেযী শিয়াদের মতে ইমামগণ সকল প্রকার ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ২০৯
৩.৩। বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের মতে নাম উল্লেখ করে ইমাম নিযুক্ত করা ইমামতের একটি শর্ত ২৪৯
৩.৪। তাওহীদ ও বারো ইমামী শিয়া ৩১৪
৩.৫। পবিত্র কুরআনের প্রতি ইমামী শিয়াদের মনোভাব ৩৬৯
৩.৬। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ইমামী শিয়াদের মনোভাব ৪০৫
৩.৭। সুন্নাহর (হাদীসের) প্রতি শিয়াদের মনোভাব ৪৫৩
৩.৮। তাকিয়ার প্রতি শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৬৭
৩.৯। শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে ইমাম মাহদীর ব্যাপারে আকীদাগত পার্থক্য ৪৮০
৩.১০। রাফেযী শিয়ারা বিশ্বাস করে—কিছু মানুষকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করা হবে ৪৯০
৩.১১। তাকদীর পরিবর্তন হয় এমন বিশ্বাস (বাদা) ৪৯৫
৩.১২। রাফেযী শিয়াদের প্রতি আহলে বাইতের মানসিকতা ৫০১
৩.১৩। আহলে সুন্নাত এবং শিয়াদেরর মধ্যে মীমাংসা স্থাপনে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ ৫০৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আলী রা.-এর শেষ দিনগুলো এবং শাহাদাত
৪.১। নাহরাওয়ান যুদ্ধের পরবর্তী মাস ৫৩২
৪.২। দল পুনর্গঠনে আলী রা.-এর চেষ্টা এবং মুআবিয়া রা.-এর সঙ্গে চুক্তি ৫৩৬
৪.৩। দ্রুত শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় আমীরুল মুমিনীন আলী রা.-এর দুআ ৫৪০
৪.৪। শাহাদাতের ব্যাপারে আলী রা.-এর সচেতনতা ৫৪২
৪.৫। আলী রা.-কে শাহাদাতের ঘটনা এবং এ থেকে শিক্ষা ৫৪৫
৪.৬। শোঁকগাথা ৫৭০

উপসংহার ৫৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সালিসীর ঘটনা

সিফফীন-যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর উভয়পক্ষ সালিসীর মাধ্যমে বিরোধ-নিষ্পত্তিতে সম্মত হয়। উভয়পক্ষ একজন করে বিচারক নিযুক্ত করবেন। তারপর বিচারকদ্বয় একমত হয়ে এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করবেন যেন তা মুসলমানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পক্ষ থেকে আমর ইবনুল আস এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পক্ষ থেকে আবু মূসা আশআরীকে বিচারক নিয়োগ করেন। এ বিষয়ে একটি নথি লিপিবদ্ধ করা হয়। বিচারকদ্বয় সালিসীর জন্য দুমাতুল যান্দালে ২৭ রমযান, ৩৭ হি. মিলিত হবেন বলে ঠিক হয়। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর অনেকে এই উদ্যোগকে একটি বড় ধরনের গোনাহের কাজ মনে করে এবং তারা দাবি করে, এজন্য তার তাওবা করা উচিত; তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এরাই পরবর্তী সময়ে খারেজী নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের নিকট আলোচনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন এবং তারপর নিজেই গমন করেন। তাদের একদল আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথায় সম্মত হয়, কিন্তু বাকিরা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের সঙ্গে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে তার বাহিনী দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে যায়। খারেজীরা একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি করতেই থাকে এবং একপর্যায়ে তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে ফেলে। এ বিষয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সালিসীর ঘটনাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হিসেবে মনে করা হয়। অনেক ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাদের বই-পুস্তকে বিভ্রান্তিকর তথ্য বর্ণনা

করেছেন। তারা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য-সূত্রের ওপর নির্ভর করেছেন—যাতে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে অবমাননা করা হয়েছে; বিশেষ করে আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তাকে দুর্বলচিত্ত ও দুর্বল চরিত্রের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যাকে সামান্য কথায়ই প্রতারিত করা সম্ভব। তদুপরি তাকে একজন অসতর্ক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যিনি আমর ইবনুল আসের ফাঁদ বুঝতে অক্ষম। তারা আমর ইবনুল আসকে একজন কুটকৌশলী এবং ধুরন্ধর হিসেবে বর্ণনা করেছে। এসব লেখকগণ, ইসলামের চির দশমুন এবং ধূর্ত, এই দুজন মহান সাহাবীর নামে কালিমা লেপনের নানাবিধ চেষ্টা করেছে যাদের মুসলিমগণ একটি কঠিন বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিচারক নিয়োগ করেছিলেন এবং যে বিরোধের জের ধরে অনেক মুসলিম নিহত হয়। অনেক লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ সাহাবায়ে কেরামের শত্রুদের দ্বারা রচিত এসব মিথ্যা বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। লোকজনও কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই এসব গ্রহণ করে নিয়েছে যেন এগুলো সহীহ বর্ণনা এবং এগুলোর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ মূলত ঘটনার লোমহর্ষক বর্ণনা অথবা কূট-কৌশল ও প্রতারণামূলক বর্ণনার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আগ্রহ এবং এর ওপর ভর করে ইতিহাসবিদরা কেবল লিখেই গিয়েছেন। আমরা এ ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরছি; সালিসীর বিষয় নিয়েই কেবল নয়, কারণ, এটি নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হয়েছে।[১]

আমি শুরুতেই দুজন মহান সাহাবী আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

৩.১। আবু মূসা আশআরী রা.-এর জীবনী

তার পুরো নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস ইবনে হাদ্দার ইবনে হারব। তিনি ছিলেন একজন মহান নেতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী। আবু মূসা আশআরী আত-তামিমী ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম এবং প্রসিদ্ধ কারী। তিনি মক্কায় ইসলামের প্রথম যুগেই ঈমান

[১] *মারবিয়াত আবু মাখনাফ ফি তারিখ আত-তাবারী*, পৃ. ৩৭৮।

আনেন। ইবনে সাদ বলেন, 'তিনি মক্কায় এসে সাঈদ ইবনুল আসের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। তিনি ইসলামের শুরুতেই ঈমান আনেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।' কিছু বর্ণনায় এসেছে, ঈমান আনার পর তিনি আবার স্বজাতির নিকট ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইবনে হাজার তার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে বলেন, 'আবু মূসা আশআরীর আবিসিনিয়ায় হিজরত করা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, বিশ্বস্ত বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার দেশ (ইয়েমেন) থেকে একদল মুসলমানের সঙ্গে বের হন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খাইবারের দিকে রওনা হন। অবশ্য এ দুটি বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে বলা যায়, আবু মূসা প্রথমে মক্কায় আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দলের সঙ্গে প্রেরণ করেন। আবু মূসা তার স্বজাতির নিকট গমন করেন; যা ছিল আবিসিনিয়ার বিপরীত দিকে পূর্ব-পাশে। যখন তিনি খবর পান যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করেছেন এবং সেখানেই স্থায়ী হয়েছেন, তখন তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে একদল মুসলমান সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেন থেকে সমুদ্রপথে রওনা হন। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজারের পরিবর্তে আবিসিনিয়ায় ঠেলে নিয়ে যায়। তারপর তারা সেখান থেকে জাফর বিন আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর দলের সঙ্গে মদীনার পথে রওনা হন। এভাবে বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় এবং এটিই করা উচিত।'[২]

৩.১.১। রাসূল সা. কর্তৃক গৌরবের পদকসমূহ

ক। 'তুমি দুইবার হিজরত করেছ; একবার আবিসিনিয়ায় এবং আরেকবার আমার দিকে'

বর্ণিত আছে, আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানের একটি দল ইয়েমেন থেকে (সমুদ্রপথে) যাত্রা করি। এ দলে আমরা তিন ভাই ছিলাম; আমি, আবু রুহম এবং আবু আমির। (সমুদ্রের প্রতিকুল আবহাওয়ায়) আমাদের জাহাজ আমাদের আবিসিনিয়ায়

[২] *ফঅতহুল বারী*, ৭/১৮৯।

নিয়ে যায় যেখানে জাফর ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গী-সাথীরা ছিল। তারপর আমরা খাইবার বিজয়ের পর মদীনায় এসে পৌঁছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি দুইবার হিজরত করেছ; একবার আবিসিনিয়ায় এবং আরেকবার আমার দিকে।'[৩]

আরও বর্ণিত আছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আগামীকাল তোমাদের নিকট এমন কিছু লোকজন আসবে, যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি নিবেদিত। আশআরী গোত্রের লোকজন আসে এবং তারা যখন নিকটবর্তী হতে থাকে, তখন কবিতা আবৃত্তি শুরু করে : আগামীকাল আমরা আমাদের ভালোবাসার মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করব, মুহাম্মাদ এবং তার অনুসারী। তারা এসে মূসাফাহা করে; তারাই প্রথম মূসাফাহার প্রচলন করে।'[৪]

খ। 'তারা তোমার লোক, হে আবু মূসা'

বর্ণিত আছে, আয়াদ আশআরী বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, 'অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাকে ভালোবাসবে। (দেখুন সূরা মায়িদা, ৫: ৫৪), তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তারা তোমার লোক, হে আবু মূসা' এবং তিনি তার দিকে ইশারা করেন।'[৫]

গ। 'হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনু কায়েসের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাকে কিয়ামত-দিবসে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবেশ করাও'

বর্ণিত রয়েছে, আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনায়ন-যুদ্ধ সম্পন্ন করেন তখন আবু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা 'আওতাস' অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি দুরায়দ ইবনু সিম্মাহর

[৩] *সহীহ*, *মুসলিম*, হাদীস নং ২৫০২।
[৪] *সিয়ারে আলম আন-নুবালা*, ২/৩৮৪; এর সনদ সহীহ।
[৫] *আল-মুসতাদরাক*, আল-হাকিম, ২/৩১৩।

মুখোমুখি হলেন। দুরায়দ নিহত হলো এবং আল্লাহ তার বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। এরপর আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আবু আমীরের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। আবু আমীরের হাঁটুতে তীরের আঘাত লেগেছিল। জুসাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সেই তিরটি নিক্ষেপ করেছিল। এই তিরটি তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয়েছিল। তখন আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, 'চাচাজান, কে আপনাকে তিরবিদ্ধ করেছে?; তখন আবু আমির ইশারায় আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জানালেন, ওই আমার ঘাতক, যাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ, সেই আমাকে তিরবিদ্ধ করেছে।

আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমি তার মুখোমুখি হলাম, সে আমাকে দেখামাত্রই পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধাওয়া করলাম এবং বলছিলাম, হে বেহায়া, বেশরম! পালাচ্ছ কেন? তুমি কি আরবী নও? বীরত্ব আছে তো দাঁড়িয়ে যাও, ভাগছ কেন? তখন সে থামল। এরপর সে এবং আমি কাছাকাছি হলাম। আমরা পরস্পরে দুইবার আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করলাম। আমি তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে ধরাশায়ী করলাম এবং শেষাবধী হত্যা করলাম। এরপর আমি আবু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ফিরে এলাম এবং তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার ঘাতককে হত্যা করেছেন।

তখন আবু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই তিরটি বের করে নাও। আমি সেটি তুলে ফেললাম। তখন তা থেকে পানি বের হচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ো। আর তার কাছে গিয়ে আরয করবে, আবু আমির আপনাকে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ চেয়েছেন। তিনি (আবু মূসা) বলেন, আবু আমির আমাকে লোকের ওপর কর্মকর্তা (শাসক) নিয়োগ করলেন এবং কিছু সময় এ অবস্থায় থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তার খিদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি চাটাইপাতা খাটের ওপর ছিলেন

এবং ওই খাটের ওপর চাঁদর বিছানো ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠে ও পাজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি তার কাছে আমাদের ও আবু আমীরের খবর দিলাম এবং আমি তাকে বললাম, তিনি (আবু আমির) বলেছেন, তার জন্য আপনাকে মাগফিরাতের দুআ করতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি আনালেন এবং তা দিয়ে অযু করলেন। এরপর দুহাত তুলে বললেন, 'হে আল্লাহ, উবায়দ আবু আমিরকে ক্ষমা করে দাও।' (হাত উঁচু করার কারণে) তখন আমি তার উভয় বগলের শুভ্রতা দেখছিলাম। পুনরায় তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে কিয়ামতের দিন তোমার মাখলুকের অনেকের ওপরে অথবা অনেক মানুষের ওপরে স্থান দিয়ো।' তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যও মাগফিরাতের দুআ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গোনাহ ক্ষমা করে দাও এবং তাকে কিয়ামত-দিবসে সম্মানজনক জান্নাতে প্রবেশ করাও।'[৬]

[৬] *সহীহ, মুসলিম*, হাদীস নং ২৪৯৮।